শুভেচ্ছা

জন্মদিন

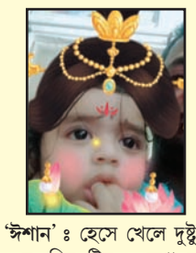

☺ **'ঈশান'** ঃ হেসে খেলে দুষ্টুমিতে করলে তুমি দুটি বছর পার। এই দিনটি তোমার জীবনে আসুক শতবার। আমাদের প্রাণভরা ভালোবাসা ও আশীর্বাদ রইল তোমার জন্য। শ্রীশ্রী লোকনাথ বাবার আশীর্বাদে জীবনে অনেক বড়ো হও এবং মানুষের মতো মানুষ হয়ে মুখ উজ্জ্বল করো। ইতি – **তোমার থাম্মি, বাবা, মাম্মা, কাকা, কাকিমণি, দাদাভাই, পিয়া, পিসো, ঋষিকদাদা, দাদান, দিদিন, মামা, মামি, দিদিভাই। সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি।**

বিবাহবার্ষিকী

☺ **শ্রী অনুপম লাহিড়ী (বাবা) ও শ্রীমতী ইরা লাহিড়ী (মা)** ঃ আজ ১৭ই এপ্রিল ২০১৮ সাল, এই দিনটিতে তোমরা একসাথে পথ চলার পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ করলে। পরম কল্যাণময় ঈশ্বরের আশীর্বাদে তোমরা আজ সেই আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পেরেছো। তোমাদের সুখ, শান্তি সুস্থ দীর্ঘজীবন কামনা করি। আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম ও শুভেচ্ছা তোমাদের জন্য রইল। ইতি – লাহিড়ী পরিবার, 'লাহিড়ী ভবন' পূর্ব বিবেকানন্দ পল্লি, শিলিগুড়ি।

গম্ভীরের ছায়া সরিয়ে ইডেনে নাইট উদয়

সঞ্জীবকুমার দত্ত ● কলকাতা

১৬ এপ্রিল ঃ ব্যাটন বদলের রাত। নাইট শিবিরে নয়া জমানার সূচনা আগেই হয়ে গিয়েছিল। গম্ভীর জমানা থেকে কার্তিক-রাজ, যথার্থ অর্থে কেকেআরের ব্যাটন বদল হল সোমবাসরীয় ইডেনে। প্রাক্তন অধিনায়ক গৌতম গম্ভীরের ছায়া সরিয়ে নন্দনকাননে উড়ল কার্তিক জমানার বিজয়পতাকা। অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে ঘটল 'কেকেআর হ্যায় তৈয়ার' স্লোগানের সফল বাস্তবায়ন।

দুপুরে স্পেশাল টুইটে কলকাতা, ইডেন নিয়ে আবেগ উসকে দিয়েছিলেন নাইটদের দু-বারের আইপিএলজয়ী অধিনায়ক। বাইশ গজের যুদ্ধে যদিও গম্ভীরের আবেগ নয়, ইডেন শাসন করল কার্তিকরাই। সতেরোর ইয়ং নাইট শিবম মাভির বলে আট রানে গম্ভীরের প্রত্যাবর্তন ইডেনের নাইট শোয়ের প্রতীকী ছবি।

নতুনের আবাহনে পুরোনোকে বিদায়। নতুন নাইটদের যে দাপটের সামনে দিল্লির জার্সিতে গম্ভীর ফিরলেন পরাজিত অধিনায়কের হতাশা নিয়ে। প্রাক্তনকে মুখোমুখি যুদ্ধে ৭১ রানের বিশাল ব্যবধানে ম্যাচ জিতে দুই ম্যাচ পর জয়ের সরণিতে ফিরে সমর্থকদের সংশয়ের নিরসন। ব্যাট হাতে রাসেল-উথাপ্পাদের ঝড়, ম্যাচের সেরা নীতীশের কার্যকর ইনিংস জয়ের রাস্তা গড়ে দিয়েছিল। ২০০ রানের পুঁজি নিয়ে বাকি কাজটা সহজে নেন নাইট বোলাররা।

চেন্নাইয়ে ৩৬ বলে ৮৮ রানের বিস্ফোরক ইনিংস খেলার পরও রাসেল ট্র্যাজিক নায়ক হয়ে ফিরেছিলেন। আজ ১২ বলে বিধ্বংসী ৪১। ছয় ছক্কায় সাজানো রাসেল-ঝড়ে শুধু দিল্লির বোলাররাই নয়, লন্ডভন্ড নস্টালজিক গম্ভীরের দিল্লির জার্সিতে ইডেন জয়ের স্বপ্ন। অ্যাঙ্কর রোলে নীতীশের হাফ সেঞ্চুরি, লিন, উথাপ্পাদের যথাযথ সংগতে দুশোর গণ্ডি স্পর্শ করে ম্যাচের রাশ নিজেদের হাতে রেখেছিল কেকেআর। ঋষভ পন্থ (২৬ বলে ৪৩),

জুটিতে লুটলেন নাইট রাইডার্সের রাসেল-নীতীশ রানা।

ম্যাক্সওয়েলরা (২২ বলে ৪৭) চেষ্টা চালালেও, ৭১ রানের লজ্জার হার এড়াতে পারেনি। শেষপর্যন্ত ১৪.২ ওভারেই ১২৯ রানে দিল্লিকে গুটিয়ে দিয়ে চতুর্থ ম্যাচে দ্বিতীয় জয় নাইটদের।

টার্গেট ২০১। কুলদীপ, চাওলা, নারায়ণদের সামলে জিততে হলে শুরুতে পার্টনারশিপ জরুরি ছিল। যদিও জেসন রয় (১), শ্রেয়স আইয়ার (৪), গৌতম গম্ভীর (৮)-প্রতিপক্ষের টপ থ্রিকে দ্রুত তুলে নিয়ে সেই সুযোগ দেয়নি নাইট বোলাররা। গত ম্যাচে দিল্লির মুম্বই-বধের নায়ক জেসন চাওলার লেগের দিকের ওয়াইড বল তাড়া করতে গিয়ে ফসকান। ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সুযোগের সদ্ব্যবহার কার্তিকের, স্ট্যাম্পড ইংল্যান্ডের তারকা ওপেনার।

শ্রেয়স আইয়ার ফেরেন স্লিপে রবীন উথাপ্পার দুর্দান্ত ক্যাচে। এরপর গম্ভীর ফিরতে ইডেনে কেকেআর গর্জন। তৃতীয় ওভারে তরুণ তুর্কি মাভির বলে গম্ভীর যখন ফিরছেন দিল্লির স্কোর ২৪-৩। অফস্টাম্প লাইনে পড়া বলটা একটু বাড়তি লাফাতেই বেসামাল দিল্লি-দলপতি। ব্যাটের কানায় লেগে উইকেট ভেঙে যায় গম্ভীরের। যার সঙ্গে সঙ্গেই গ্যালারিতে শুরু 'জিতে গা ভাই জিতে গা, কেকেআর জিতে গা' গগনভেদি আওয়াজ। ফিনিক্স পাখির মতো কার্তিক ব্রিগেডের উত্থানের স্ক্রিপ্ট তৈরি হয়ে যাওয়া। ঋষভ, ম্যাক্সওয়েল চেষ্টা চালিয়েও স্ক্রিপ্ট বদলানোর ধারেকাছে পৌঁছোতে পারেননি।

নাইট ব্যাটসম্যানদের দাপটই কার্যত ম্যাচের ব্যবধান গড়ে দেয়। যদিও ইডেনে উথাপ্পা, রাসেলদের ঝড় ওঠার আগে শুরুর হিসেব-নিকেশে আশঙ্কা ছড়াচ্ছিল দিল্লির কিউয়ি পেসার ট্রেন্ট বোল্টের আগুনে বোলিং। নতুন বলটা হাতে নিয়ে ১৪৫ কিলোমিটার গতিতে বল ছোটালেন। শর্ট পিচ ডেলিভারির সঙ্গে মিশিয়ে দিচ্ছিলেন ইনসুইং ইয়র্কার। প্রথম ওভারে যা কার্যত ছুঁতেই পারলেন না ক্রিস লিন। মেডেন! পরের ওভারে নড়বড়ে সুনীল নারায়ণ আউট হয়ে বাঁচালেন (!) বোল্টের হাত থেকে। ২-৫-১, বোল্টের শুরুর দাপটে ৪ ওভারে ১৯-১।

এখান থেকেই ম্যাচে নতুন টুইস্ট উথাপ্পা-লিন জুটির হাত ধরে। নারায়ণ ফেরার পর ইনিংসের পঞ্চম ওভারে বোল্টকেই ঠোঙিয়েই খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসা লিন-উথাপ্পাদের। নারায়ণ বিদায়ের পর রবিনহুডের মেজাজে উথাপ্পা। যা বোল্টের তৈরি যে চাপটা আলগা করে দেয়। ৬ নম্বর ওভার স্পিনার শাহবাজ নাদিমের এল আরও ১৮ রান। উথাপ্পার স্পর্শে ততক্ষণে প্রথম আট বলে খাতা খুলতে না পারা লিনও রান-পার্টির মুডে। ফলস্বরূপ পাওয়ার প্লে-র ৬ ওভারে শুরুর ধাক্কা সামলে আসে ৫০ রান।

প্রাক্তন ওপেনিং পার্টনারকে উথাপ্পাকে সামলাতে হিমসিম খাচ্ছিলেন গম্ভীর। দুই স্পিনার শাহবাজ ও রাহুল তেওটিয়াকে ব্যবহার করলেও লাভের হয়নি। শেষপর্যন্ত যদিও শাহবাজকে মিডউইকেটে টেনে মারতে গিয়ে টপ-এজ, লোপ্পা ক্যাচ বোলারের হাতে। ১০ ওভারে ৮৬-২। একাদশে প্রথমবার বল হাতে সামি। লিনকে তুলে নিয়ে মোক্ষম আঘাত বাংলার রনজি দলের পেসারের। জেসন রায় দুর্দান্ত ক্যাচ ধরেন।

শনিবার বৃষ্টিভেজা ইডেনে জঘন্য হারের পরও আজ নাইট-ভক্তরা ছিলেন বিন্দাস মেজাজে। সংখ্যায় কিছুটা কম হলেও প্রায় ভরা নন্দনকাননে উৎসাহের এতটুকু অভাব ছিল না। ভিভিআইপি বক্সে টলিউডের মহাতারকা প্রসেনজিতের উপস্থিতি বাড়তি আকর্ষণ যোগ করছিল।

স্কোরবোর্ড

কলকাতা নাইট রাইডার্স

লিন ক রয় বো সামি	৩১
নারায়ণ ক ম্যাক্সওয়েল বো বোল্ট	১
উথাপ্পা ক ও বো নাদিম	৩৫
রানা ক গম্ভীর বো মরিস	৫৯
কার্তিক ক বোল্ট বো মরিস	১৯
রাসেল বো বোল্ট	৪১
শুভমান ক মরিস বো তেওটিয়া	৬
কুরান ক ম্যাক্সওয়েল বো তেওটিয়া	২
চাওলা ক পন্থ বো তেওটিয়া	০
মাভি অপরাজিত	০
অতিরিক্ত	৬
মোট (৯ উইকেট, ২০ ওভার)	**২০০**

উইকেট পতন ঃ ৭-১, ৬২-২, ৮৯-৩, ১১৭-৪, ১৭৮-৫, ১৯৩-৬, ২০০-৭, ২০০-৮, ২০০-৯।

বোলিং ঃ বোল্ট ৪-১-২৯-২, মরিস ৪-০-৪১-২, নাদিম ৪-০-৪৩-১, তেওটিয়া ৩-০-১৮-৩, সামি ৪-০-৫৩-১, শংকর ১-০-১২-০।

দিল্লি ডেয়ারডেভিলস

গম্ভীর বো মাভি	৮
রয় স্টা কার্তিক বো চাওলা	১
শ্রেয়স ক রানা বো রাসেল	৪
পন্থ ক চাওলা বো কুলদীপ	৪৩
ম্যাক্সওয়েল ক উথাপ্পা বো কুলদীপ	৪৭
তেওটিয়া ক রাসেল বো কুরান	১
শংকর এলবিডব্লিউ বো নারায়ণ	২
মরিস বো নারায়ণ	২
সামি ক রাসেল বো নারায়ণ	৭
নাদিম অপরাজিত	৬
বোল্ট ক ও বো কুলদীপ	০
অতিরিক্ত	৮
মোট (অলআউট, ১৪.২ ওভার)	**১২৯**

উইকেট পতন ঃ ৪-১, ১৩-২, ২৪-৩, ৮৬-৪, ৯৭-৫, ১১৩-৬, ১১৬-৭, ১১৭-৮, ১২৮-৯, ১২৯-১০।

বোলিং ঃ চাওলা ২-০-১৬-১, রাসেল ২-০-২৫-১, মাভি ২-০-১৪-১, নারায়ণ ৩-০-১৮-৩, কুরান ২-০-২১-১, কুলদীপ ৩.২-০-৩২-৩।

ফল ঃ ৭১ রানে জয়ী নাইট রাইডার্স।

যদিও দর্শকদের মেজাজকে ঊর্ধ্বমুখী করার দায়িত্বটা একান্তভাবেই ক্রিস লিন (২৯ বলে ৩১), রবিন উথাপ্পা (১৯ বলে ৩৫), নীতীশ রানা (৩৫ বলে ৫৯), দীনেশ কার্তিকদের (১০ বলে ১৯)।

দর্শকদের উন্মাদনা কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেন রাসেল। কার্তিক আউটের পর যখন নামলেন, দলের স্কোর ১৩.৪ ওভারে ১১৭-৪। ক্যারিবিয়ান অলরাউন্ডার যখন ফিরলেন দলের স্কোর ১৭৮-৫। ২২ বলের পার্টনারশিপে নীতীশের সঙ্গে ৬২ রান যোগ করলেন। এরমধ্যে নিজে ১২ বলে ৪১ করে নাইট ইনিংসকে টপগিয়ারে তুলে দিলেন। রানটাকে কার্যত দিল্লির নাগালের বাইরে নিয়ে চলে যান। একচল্লিশ রানের ইনিংসের মধ্যে হাফডজন ছক্কা। বেচারা মহম্মদ সামি-হাসিন জাহানকাণ্ডের পর ইডেনে প্রথমবার খেলতে নেমে সামি ফিরলেন ব্যর্থতা স্বাদ নিয়ে। প্রথম ২ ওভারে ১১। সেখান থেকেই শেষ করলেন ৪-০-৫৩-১ জঘন্য পরিসংখ্যানে।

ভাগ্যও এদিন রাসেলের সঙ্গে ছিল। ৭ রানের মাথায় সামির বলেই ক্যাচ দিয়ে বেঁচে যান। বাউন্ডারি লাইনে ক্যাচ ফেলে দেন জেসন রায়। সুযোগের সদ্ব্যবহার, বেশিরভাগ শটই আকাশে রাখলেন, একেবারে গ্যালারির ঠিকানা লিখে। নাইট ইনিংসে অ্যাঙ্করের ভূমিকায় একান্তভাবেই নীতীশ রানা। কার্তিক জমানায় সেরা প্রাপ্তি রানা ৩৫ বলে ৫৯ রান করে ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিয়ে গেলেন। অন্তিম ওভারে মাত্র ১ রান দিয়ে রাহুল টেওটিয়া ৩ উইকেট তুলে না নিলে, কেকেআরের স্কোরটা ২০০-৯ থেকে আরও উজ্জ্বল হত। অবশ্য দিল্লি-বধে সেটাই যথেষ্ট ছিল কুলদীপ, নারায়ণদের জন্য।

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান

স্বর্গীয় আচার্য্য উপেন্দ্রনাথ রায়
(যুগধর্ম সমিতি)

জন্ম-২৬/১০/১৯৫৮ মৃত্যু-৬/৪/২০১৮

হামার পরম পূজ্য পিতৃদেব হামারলাক সগাকে কান্দেয়া ইহলোকের মায়া ত্যাগ করিয়া সাধনোচিত ধামত্ব সত্তানে গমন করিসেন। পরলোক গত পিতৃদেবের আত্মার শান্তি কামনার জইন্যে আগামী ৪ঠা বৈশাখ ১৪২৫ সন (18/4/18) আমগুড়ি (দেয়ারের বাড়ি) নিজ বাড়িত শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের আয়োজন করা হইসে। ঐ শ্রাদ্ধ বাসরত তোমারলাক সগাকে আসিবার তানে আটুস করেছি। গতনান্তে- **ভাগ্যহীনা-প্রভাবতী রায় (স্ত্রী), ভাগ্যহীনা জয়শ্রী গৌরী রায় (কন্যা), ভাগ্যহীন কৃষ্ণ শংকর রায়।**

কেরালা আয়ুর্বেদম উদ্যোগে

ব্যথা থেকে মুক্তি চান?

ব্যথার শেষ কথা

কেরালা আয়ুর্বেদম

কেন কেরালা আয়ুর্বেদম সেরা ও ভারত বিখ্যাত।

১) সমস্ত ডাক্তার ভারত সরকার স্বীকৃত ও কেরালা থেকে পঞ্চকর্মের স্পেশাল ট্রেনিং প্রাপ্ত।

২) সমস্ত টেকনিশিয়ান কেরালা KTA ও BSS থেকে পাশ করা।

আয়ুর্বেদিক পঞ্চকর্ম ডিটক্সিফিকেশন

পথ্যতির দ্বারা অস্টিও আর্থারাইটিস, রিউমাটয়েড আর্থারাইটিস, সোরিয়াটিক আর্থারাইটিস, সায়াটিকা ও লাম্বার স্পন্ডাইলোসিস, ফ্রোজেন সোলডার, চর্মরোগ, সোরিয়াসিস ও বিভিন্ন অসুখের চিকিৎসা করিয়ে সুস্থ জীবন লাভ করুন।

KERALA AYURVEDAM™

শিলিগুড়ি ঃ পন্টিয়াক মোড়- 9932019837, 9735570095

হাসিন গর্জনের পরই ইডেনে সামিয়ানা

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৬ এপ্রিল ঃ গর্জন হল, বর্ষণ হল না!

ইতনে করিব, মগর ফিরবি ইয়ে দুরিয়া। আগামীদিনে সামি-হাসিনের পারিবারিক কেচ্ছা নিয়ে যদি কোনো সিনেমা তৈরির কথা কেউ ভাবেন, তাহলে এমন কোনো নাম বা ক্যাপসনের কথাও তাঁদের ভাবা উচিত।

ক্রিকেটের নন্দনকাননের থেকে ব্যাঙ্কশাল কোর্টের দূরত্বই বা কতটুকু? মেরেকেটে আধা কিলোমিটার। স্বল্প দূরত্বের মধ্যেই তাঁরা ছিলেন। কিন্তু কেউ কারোর ধারকাছ দিয়ে গেলেন না। দেখা হওয়া তো দূরের কথা।

সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ হঠাৎই মধ্য কলকাতার অফিসপাড়ায় আইনজীবীর চেম্বারে সাংবাদিক সম্মেলন করলেন হাসিন জাহান। মহম্মদ সামিকে নিয়ে নিজের ক্ষোভের কথা জানালেন। সঙ্গে কলকাতা পুলিশের তদন্ত নিয়ে তিনি যে সন্তুষ্ট তাও জানালেন। কিন্তু কোনোভাবেই সামান্য দূরের ইডেনে হাজির হওয়ার তাগিদ দেখালেন না তিনি। হাসিনের সাংবাদিক সম্মেলন শুরু হওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই ইডেনে দিল্লি ডেয়ারডেভিলস দলের সঙ্গে হাজির হলেন মহম্মদ সামি। টিমবাস থেকে নেমেই সোজা চলে গেলেন সাজঘরে। কিছু পরে মাঠে নেমে পড়লেন ওয়ার্মআপের জন্য। সন্ধ্যার নৈশালোকে উদ্ভাসিত ক্রিকেটের নন্দনকাননে ভারতীয় পেসারকে দেখে একবারের জন্যও মনে হল না তিনি কোনো চাপে রয়েছেন বলে। আজই কলকাতা পুলিশের তরফে সামির উত্তরপ্রদেশের বাড়িতে তাঁর দাদা আসিফের নামে শমন পাঠানো হয়েছে। আগামী ১৮ এপ্রিল তাঁকে কলকাতায় হাজির হওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। সামি সবই জানেন। কিন্তু সব জেনেও তিনি পুরোপুরি ভাবলেশহীন।

সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় যখন টস হচ্ছে, তখন ইডেনের গ্যালারিতে বিচিত্র দৃশ্য। একদিকে গম্ভীরের জন্য আবেগ। অন্যদিকে, মহম্মদ সামি নিয়ে আলোচনা। সঙ্গে এবারের আইপিএলে নাইটদের ভবিষ্যৎ নিয়েও চর্চা চলছিল। দিল্লি অধিনায়ক গম্ভীর সামিকে ইনিংসের একাদশ ওভারে বল করতে ডাকলেন। আর পঞ্চম বলেই ক্রমশ ভয়ংকর হয়ে ওঠা নাইট ওপেনার ক্রিস লিনকে ফিরিয়ে দিলেন সামি। হাইকোর্ট প্রান্ত থেকে প্রথম দুই ওভারে সামি দিলেন মোট ১১ রান। পরের দুটো ওভার অবশ্য একেবারেই ভালো হল না সামির জন্য। নীতিশ রানা ও রাসেল তুমুল আক্রমণ করলেন ভারতীয় পেসারকে। কিন্তু কুড়ির ক্রিকেটে এমনটা তো হয়েই থাকে। হিরো থেকে জিরো হতে বেশি সময় লাগে না। নাইটদের ইনিংসের শেষের দিকে ইডেনের ক্লাব হাউসে এক উৎসাহী ক্রিকেটপ্রেমীকে বলতে শোনা গেল, হাসিনের অভিশাপেই বোধহয় সামি বল হাতে দারুণ শুরুর পরও পথ হারালেন।

হতে পারে মজা করে বলা, কিন্তু পরিস্থিতির বিচারে কতটা যুক্তিযুক্ত, তা নিয়ে তর্ক চলতেই পারে। কিন্তু ক্রিকেটের নন্দনকানন আজ দেখল আদ্যন্ত পেশাদার মহম্মদ সামিকে। যিনি ব্যক্তিগত জীবনের ডামাডোলের মাঝেও ক্রিকেটের প্রতি ফোকাস হারাননি। পরকীয়ার অভিযোগ তাঁর ক্রিকেটীয় স্কিলে আঁচড়ও কাটতে পারেনি।

চ্যাম্পিয়নদের বোধহয় মাঠের বাইরের সমস্যাও প্রভাবিত করতে পারে না। আসলে ক্রিকেট যে চিরকালই অনিশ্চয়তার খেলা।

চাপে ভালো খেলি : নীতীশ

নাইট স্পিনারদের দক্ষতা মানলেন গম্ভীর

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায় ● কলকাতা

১৬ এপ্রিল ঃ সময় বড়োই নিষ্ঠুর। মধ্যরাতের ইডেনে এই আপ্তবাক্য ভালোই টের পেলেন গৌতম গম্ভীর।

২০১১ সালে কেকেআরের নেতৃত্বের দায়িত্ব পেয়ে চাওলা-নারায়ণ-কুলদীপদের দলে নেওয়ার ক্ষেত্রে বড়ো ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনি। দু-বার আইপিএল খেতাব জয়ের পথে নাইটদের স্পিন ত্রয়ী তার মুখে হাঁসি ফুটিয়েছিলেন। আজ আবেগের লড়াইয়ে সেই স্পিন ত্রয়ীই তাঁকে হতাশার সাগরে ডুবিয়ে দিলেন।

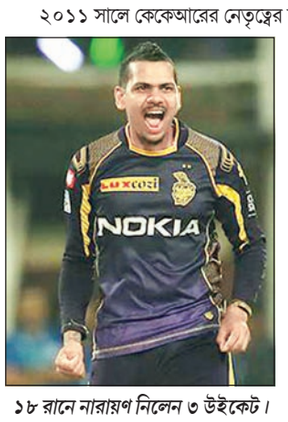

১৮ রানে নারায়ণ নিলেন ৩ উইকেট।

টি২০ ক্রিকেটে ৭১ রানে হারের লজ্জা নিয়ে ম্যাচের পর দিল্লির অধিনায়ক গম্ভীরের কেকেআরের স্পিনারদের দাপট মেনে নেওয়া ছাড়া আর কীই বা করার থাকত। তাই করলেন গম্ভীর। বলে দিলেন, 'কেকেআর-কে আমরাই জয়ের রাস্তা দেখিয়েছি। একটা সময় মনে হয়েছিল ওদের ১৭০-১৭৫ রানে আটকে রাখা যাবে। রাসেলের ব্যাটিংয়ের ফলে সেটা হল না। পরে নাইটদের বিশ্বমানের স্পিন ত্রয়ীর সামনে আমরা হেরে গেলাম। ওরা ছন্দে থাকলে ২০০ কেন, ১৫০ রান তাড়া করাও কঠিন।'

রাতের ইডেন থেকে একরাশ হতাশা নিয়ে গম্ভীরের প্রস্থানের পরে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হলেন কেকেআরের নয়া তারকা নীতীশ রানা। ম্যাচের সেরা হওয়ার পর নীতীশ বলে দিলেন, 'জোড়া হারের পর আজ খুব গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ ছিল আমাদের। আর এমন ম্যাচেই আমি সবসময় ভালো খেলি। আসলে চাপের মাঝে খেলতে ভালোবাসি আমি। মজা আতা হ্যায় ইসমে।' ৩৫ বলে ৫৯ করে ম্যাচের সেরা নীতীশ আরও বলে দিলেন, '২০০ করে আগে হেরেছি আমরা। আজ জিতলাম। আর এমন জয় সবসময় সন্তুষ্টির। কিন্তু প্রতিযোগিতার এখনও অনেক বাকি।'

Authorised Dealers for Bajaj Auto Ltd.: Siliguri: Burdwan Road SILIGURI BAJAJ: 2562062/63, 9933491111 Siliguri Sevoke Road SILIGURI BAJAJ: 2543894/2544943, 8001231234 • Raiganj BAJAJ WHEELS: 8967878803 • Malda PLANET BAJAJ: 8016077533/44 • Cooch Behar BRAHMACHARI BAJAJ: 8373050491/92/93.

সম্পাদক ঃ **সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে সঞ্জীব তালুকদার** কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী- ৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস ঃ ৭ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১, ফোন ঃ ২২৪৩-৫৬৬৩, ২২১০-১৮২০/১২০১, ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২২৪৩-৫৬১৮, ২৪১৯২৩৫৮। জলপাইগুড়ি অফিস ঃ ডিবিসি রোড, নতুনপাড়া, জলপাইগুড়ি-৭৩৫১০১, ফোন ঃ ০৩৫৬১-২২৪২১৪, ২৩১৬৪৪। কোচবিহার অফিস ঃ সিলভার জুবিলি রোড, কোচবিহার- ৭৩৬১০১, ফোন ঃ ০৩৫৮২-২২৬৪৩৩। আলিপুরদুয়ার অফিস ঃ এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট, আলিপুরদুয়ার-৭৩৬১২২, ফোন ঃ ০৩৫৬৪-২৫৯৪০১। মালদা অফিস ঃ মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, সরযূপ্রসাদ রোড, নেতাজি মোড়, মালদা-৭৩২১০১, হোয়াটসঅ্যাপ ঃ ৮৫৮৪৮৮৩২৫৯, ফোন ঃ ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ২২১৬৯৬ (বিজ্ঞাপন ও অফিস), ফ্যাক্স ঃ ২২১৬৯৪। শিলিগুড়ি ফোন ঃ সম্পাদক ও প্রকাশক ঃ ২৪৩৬২৫১, জেনারেল ম্যানেজার ঃ ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন ঃ ২৫২৪৭২২, সার্কুলেশন ঃ ২৫২৬৬৩৫, অফিস ঃ ২৫২৯৬৬১, ২৫২৬৯৯৯ ও ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ ঃ ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, রিপোর্টিং ঃ ২৫২০০০৩, হোয়াটসঅ্যাপ ঃ ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। ফ্যাক্স ঃ ০৩৫৩-২৪৩৪৪৪৫ / ২৫২৯৬৬০।
Registration No. RN/35012/80 and Postal Reg. No. WB/NBSR/D-03/2003-08, E. Mail : uttarbanga@hotmail.com uttarbanga@yahoo.com uttarmail2014@gmail.com uttarbanga@indiatimes.com Website : http://www.uttarbangasambad.in